ষটতিলা একাদশীর ব্রত মাহাত্ম্য

মাঘ মাসরে কৃষ্ণপক্ষরে 'ষটতলাি' একাদশীর মাহাত্ম্য ভবষ্যিতে তরপুরাণ বের্ণতি আছে। যুধষ্ঠিরি মহারাজ বললনে- হে জেগন্নাথ! মাঘ মাসরে কৃষ্ণপক্ষরে একাদশী তথিরি নাম কি, বিধিই বা কি এবং তার কি ফিল, সবস্তারে বর্ণনা করুন। যাত তোরা নরক গতথিকে রেক্ষা পায়, তা যথাযথভাব আমাক উপদশে করুন। অনায়াস সোধন করা যায় এমন কানে কাজরে মাধ্যম যেদি তাদরে এই পাপ থকে উদ্ধাররে কানে উপায় থাকা, তবা বলুন।

ঋষি পুলস্ত্য বললনে, হে মহাভাগ! তুমি একটি গিপেনীয় উত্তম বিষয়রে প্রশ্ন করছে। মাঘ মাসে শুচি, জিতিনে্দ্রয়ি, কাম, ক্রণেধ আদি শূন্য হয়ে স্নানরে পর সর্বদবেশ্বের শ্রীকৃষ্ণরে পূজা করব।

পূজাত কেনে বিঘ্ন ঘটল কেষ্ণনাম স্মরণ করব।ে রাত্রতি অের্চনান্ত হেনেম করব।ে তারপর চন্দন, অগুরু, কর্পুর ও শর্করা প্রভৃতি দ্বারা নবৈদ্যে প্রস্তুত কর ভেগবানক নেবিদেন করব।ে

কুষ্মান্ড, নারকলে অথবা একশত পুবাক দয়িতে অর্ঘ্য প্রদান করবতে 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃপালুস্তমগতীনাং গতরিভব' ইত্যাদ মিন্ত্রতে শ্রীকৃষ্ণরে পূজা করততে হয়। 'কৃষ্ণ আমার প্রতি প্রীত হটোন' বলতে যথাশক্তি ব্রাহ্মণকতে জলপূর্ণ কলস, ছত্র, বস্ত্র, পাদুকা, গাভী ও তলিপাত্র দান করবটে স্নান, দানাদি কির্যে কোলটো তলি অত্যন্ত শুভ।

হে দ্বজিত্তম! ঐ প্রদত্ত তলি থকে পুনরায় যে তলি উৎপন্ন হয়, ততাে বছর দানকারী স্বর্গলাকে বাস কর।ে তলিদ্বারা স্নান, তলি শরীরে ধারণ, তলি জল মেশিয়িতো দয়িতের্পণ, তলি ভাজেন এবং তলি দান- এই ছয় প্রকার বধািন সের্বপাপ বনিষ্ট হয়ে থাকাে। এই জন্য এই একাদশীর নাম ষটতলাি।

হে যুেধষ্ঠিরি! একসময় নারদও এই ষটতিলা একাদশীর ফল ও ইতহািস সম্পর্ক জোনত চোইল যে কোহনী আম বিলছেলািম তা এখন তামাের কাছ বের্ণনা করছ।

তদুত্তর ভেগবান বললনে- হে রোজন! এই একাদশী 'ষটতলাি' নাম জেগত বেদিতি। একসময় দালভ্য ঋষ মুিনশ্রিষ্ঠে পুলস্তক জেজি্ঞাসা করনে- মর্ত্যলােক মানুষরাে ব্রহ্মহত্যা, গােহত্যা, অন্যরে সম্পদ হরণ আদি পািপকর্ম দ্বারা নরক গেমন কর।ে পুরাকাল মের্ত্যলােক এক ব্রাহ্মণী বাস করত। সে প্রত্যহ ব্রত আচরণ ও দবেপূজাপরায়ণা ছলি। উপবাস ক্রম তাের শরীর অত্যন্ত ক্ষীণ হয় গেয়িছেলি।

Published on: Jan, 10 2023 10:43

সেই মহাসতী ব্রহ্মণী অন্যরে কাছ থকে দেরব্যাদি গ্রহণ কর দেবেতা, ব্রাহ্মণ, কুমারীদরে ভক্তভির দোন করত। কন্তি কখনও ভক্ষিক ভেক্ষাদান ও ব্রাহ্মণক অন্নদান করনে। এইভাব বেহু বছর অতক্রান্ত হল। আম চিন্তা করলাম, কষ্টসাধ্য বভিন্ন ব্রত করার ফল এই ব্রাহ্মণীর শরীরটি শুক্ষি যোচ্ছ।

সে যেথাযথভাবে বেষ্ণবদরে অর্চনও করছে, কন্তু তাদরে পরতিৃপ্তরি জন্য কখনও অন্ন দান করনে। তাই আম এিকদনি কাপালকি রূপ ধারণ করে তামার পাত্র হাত েনিয়ি তোর কাছ গেয়ি ভেক্ষা প্রার্থনা করলাম।

ব্রাহ্মণী বলল-হে ব্রাহ্মণ! তুম কি । থেকে এসছে, ক াথায় যাবে, তা আমাক বেলা। আম বিললাম- হে সুন্দ্রী! আমাক ভেক্ষা দাও। তখন সে ক্রুদ্ধ হয় আমার পাত্র একটি মাটরি ঢলো নকিষপে করল। তারপর আম সিখোন থকে চেল গেলোম। বহুকাল পর সেইে ব্রাহ্মণী ব্রতপ্রভাব স্বশরীর স্বর্গ গেমন করল। মাটরি ঢলো দানরে ফল একটি মিনারেম গৃহ স প্রাপ্ত হল। কন্তু হে নারদ! সখোন কোন ধান ও চাল কছুই ছলি না। গৃহশূন্য দখে মহাক্রাধে সে আমার কাছ এস বেলল-আমিব্রত, কৃচ্ছ্রসাধন ও উপবাসরে মাধ্যম নোরায়ণরে আরাধনা করছে। এখন হে জনার্দন! আমার গৃহ কেছুই দখেছি না কনে?

হেনোরদ! তখন আমি তিকি বেললাম- তুমি নিজি গৃহ দেরজা বন্ধ কর বেস থোক। মর্ত্যলাকেরে মানবী স্বশরীর স্বর্গ এসছে শুন দেবেতাদরে পত্নীরা তামোক দেখেত আসব।ে কন্তু তুম দিরজা খুলব না।

তুমি তিাদরে কাছে ষেটতলিা ব্রতরে পুণ্যফল প্রার্থনা করব। যদি তারা সইে ফল প্রদান রোজ হিয়, তবইে দরজা খুলব। এরপর দবেপত্নীরা সখোন এস েতার দর্শন প্রার্থনা করল। তাদরে মধ্য এক দবেপত্নী তাঁর ষটতলাি ব্রতজনতি পুণ্যফল তাক প্রদান করল।

তখন সইে ব্রাহ্মণী দবি্যকান্ত বিশিষি্টা হল এবং তার গৃহ ধনধান্য ভের গেলে। দ্বার উদঘাটন করল দেবেপত্নীরা তাক দের্শন কর বেস্মিতি হলনে।

হে নোরদ! অতরিকি্ত ব্ষিয়বাসনা করা উচত নয়। বৃত্তি শাঠ্যও অকর্তব্য। নজি সাধ্যমতাে তলি, বস্ত্র ও অন্ন দান করব।ে ষটতিলাি ব্রতরে প্রভাবে দােরদি্রতা, শারীরকি কষ্ট, দুর্ভাগ্য প্রভৃতি বিনিষ্ট হয়। এই বধি অনুসার তেলিদান করলি মানুষ অনায়াস সেমস্ত পাপ থকে মুক্ত হয়।

একাদশী পালনরে নয়িমাবলী

ভাবে শেষ্যা ত্যাগ কর শুচেশা দুধ হয় শ্রীহররি মঙ্গল আরত তি তেংশগ্রহণ করত হয়। শ্রীহররি পাদপদ্ম প্রার্থনা করত হেয়, "হে শ্রীকৃষ্ণ, আজ যনে এই মঙ্গলময়ী পবত্র একাদশী সুন্দরভাব পোলন করত পোর, আপন আমাক ক্পা করুন।" একাদশীত গোয় তেলে মাখা, সাবান মাখা, পরনন্দা-পরচর্চা, মথ্যাভাষণ, ক্র ধে, দবানি দ্রা, সাংসারকি আলাপাদ বির্জনীয়। এই দনি গঙ্গা আদ তীর্থ স্নান করত হয়। মন্দরি মার্জন, শ্রীহররি পূজার্চনা, স্তবস্তুত, গীতা-ভাগবত পাঠ আল চেনায় বশে কির সেময় অতবিহিতি করত হয়।

এই তথিতি ে পাবেন্দিরে লীলা স্মরণ এবং তাঁর দব্য নাম শ্রবণ করাই হচ্ছে সর্বাত্তম। শ্রীল প্রভুপাদ ভক্তদরে একাদশীত পেঁশচি মালা বা যথষ্ট সময় পলে আরাে বশে জিপ করার নরি্দশে দয়িছেনে। একাদশীর দনি ক্ষারৈকর্মাদি নিষিদ্ধ। একাদশী ব্রত পালন ধর্ম অর্থ, কাম, মােক্ষ আদি বিহু অনতি্য ফলরে উল্লখে শাস্ত্রে থাকলওে শ্রীহরভিক্তি বা কৃষ্ণপ্রমে লাভই এই ব্রত পালনরে মুখ্য উদ্দশ্যে। ভক্তগণ শ্রীহররি সন্তােষ বিধানরে জন্যই এই ব্রত পালন করনে। পদ্মপুরাণ, ব্রহ্মববৈর্তপুরাণ, বরাহপুরাণ, স্কন্দপুরাণ ও বষৈ্ণবস্মৃতরিাজ শ্রীহরভিক্তিবিলািস আদি গ্রন্থ েএ সকল কথা বর্ণতি আছে।

একাদশী পালনরে সঠকি ন্যি.ম গুলহিল-

যনি একাদশী পালন করবনে তনি দিশমীতে- একাহার, একাদশীতে- নিরাহার তথা উপবাস এবং দ্বাদশীত েএকাহার করবনে। যদ সিম্পূর্ণ সক্ষম না হন তাহল েকবেলমাত্র একাদশীত েউপবাস করবনে। আর যদ িতাহাত ওে সক্ষম না হন, তাহল েএকাদশীত েপঞ্চ রবশিষ্য বর্জনকর- ফল মূলাদ িএবং অনুকল্প গ্রহণরে বধান রয়ছে।

একাদশী পালনরে ক্ষতে্র যে পাঁচ প্রকার রবশিস্য বর্জনরে বিধান রয়ছে তো হলােচাল, গম, যব, ডাল ও সরিষা বা সরিষা থকে তেরৈ যিকোনাে প্রকার খাদ্যদব্য। এইদনি
একাদশী পালন করল চাে, কফ,ি পান, বিডি.,ি সিগািরটে ইত্যাদরি নশােজাতীয় দ্রব্য থকে বেরিত
থাকা প্রয়ােজন।

যারা একাদশী ব্রত পালন করবনে তাদরে আগরে দনি রাত বারটোর পূর্বে অন্ন ভটোজন কর নেওেয়া প্রয়টোজন।

একাদশীর দনি ঘুম থকে েওঠার পর প্রথম সেংকল্প গ্রহণ করত হেয়। একাদশীর সংকল্প মন্ত্র টি হিল-

"একাদশ্যাং নরিাহারঃ স্থতি্বা অহম অপরহেহান,ি ভাকেষ্যামি পুন্ডরিকাক্ষ শরণম ম

Published on: Jan, 10 2023 10:43

ভবাচ্যুত"

একাদশী ব্রত পালন কবেলমাত্র উপবাস করা নয. তার সাথ সোথ নেরিন্তর শ্রীভগবান ক স্মরণ করা এবং ব্রত কথা পাঠ, শ্রবণ ও করিতনরে মাধ্যম একাদশীর দনি অতবিাহতি করা। এই দনি পরননি্দা-পরচর্চা, মথি্যা কথা বলা, ক্রােধে,দুরাচার,স্ত্রী সহবাস সম্পূর্ণরূপ নেষিদ্ধ।

একাদশীত বেভিন্ন খুঁটনাটি কাজ যমেন সবজ কোটার সময় সতর্ক থাকত হেব।যোত বেক্তক্ষরণ না হয়। কারণ একাদশীর দনি রক্তক্ষরণ খুবই অশুভ বল গেণ্য।একাদশীর দনি শরীর প্রসাধনী ব্যবহার নিষিদ্ধি অর্থাৎ তলে, সুগন্ধ, সোবান-শ্যাম্পু ইত্যাদ বির্জনীয় এবং সকল প্রকার ক্ষাৈরকর্ম করা অর্থাৎ চুল ও নখ কাটা ইত্যাদ বির্জনীয়।
একাদশীর দনি সবথকে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল সন্ধ্যবেলোয় শ্রীবিষ্ণুর উদ্দশ্যে একটি ঘিষ্যিরে প্রদীপ নবিদেন করা।

একাদশী তথিরি পরদনি অর্থাৎ দ্বাদশীর দনি একাদশীর পারণ ক্রযি.া সমাপ্ত করত হেয়। এই পারণ ক্রযি.া একটনিরি্দৃষ্টি সময়েরে মধ্য মেন্ত্র উচ্চারণ কর সেম্পন্ন করত হেয়।

এই নর্দিষ্ট পারনরে সময়েরে মধ্যে পেঞ্চ রবশিষ্য ভগবানক নেবিদেন করার পর প্রসাদ হসিবে গ্রহণ কর পোরন করা একান্ত আবশ্যক। নচৎে একাদশীর কানেনা ফল লাভ হয় না। পারনরে সময় যে মন্ত্রটি পাঠ করত হেয় সটে হিল-

"অজ্ঞান তমিরািন্ধস্য ব্রতনােননে কশেব, প্রসীদ সুমুখ নাথ জ্ঞানদৃষ্টপি্রদাে ভব"

অথবা

"একাদশ্যাং নরিাহারটো ব্রতনোননে কশেব, প্রসীদ সুমুখ নাথ জ্ঞানদৃষ্টপি্রদটো ভব"

Published on: Jan, 10 2023 10:43